স্মৃতি তর্পণ

❑ শ্রীমতি শেলী দত্ত
প্রধান শিক্ষয়ত্রী (এম.ই)

২০০৯ সন কামাখ্য বিদ্যালয়ের একটি ঐতিহ্যপূর্ণ সন, কেননা এই সনে বিদ্যালয় পঞ্চাশ বর্ষে পদার্পণ করল, বড়ই আনন্দের, গর্বের ও গৌরবের। আজ বিদ্যালয় অঙ্কুর থেকে কিশলয় হয়ে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তারই ছত্রছায়ায় প্রতি বছর বহু ছাত্র-ছাত্রী জ্ঞানার্জন করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, সঙ্গে নিয়ে গেছে বিদ্যালয়ের স্মৃতি ও সুনাম।

আজ বিদ্যালয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করতে গিয়ে বহু কথা ও স্মৃতি ছবি হয়ে মনে ফুটে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন ফিরে গিয়েছি বিগত সেই দিনগুলিতে ছাত্রী হিসাবে যেখানে আমি অধ্যয়ন করেছি – পাঠ্য জীবনের ক্লাশ এ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত । তাই আজকের এই দিনে আমি তাদের উদ্দেশ্যে আমার এই লেখা উৎসর্গ করছি যারা এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এবং সর্বাঙ্গীন সাফল্যে জড়িত ছিলেন।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কবে, কেমন করে এবং কাদের দ্বারা হলো সেটা এখন ইতিহাস। আজ আমাদের এবং আগামী প্রজন্মের জানা দরকার মনে করেই এই প্রবন্ধের অবতারনা। ভাবতে অবাক লাগে আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর আগে কয়েকজন কর্মচারী মিলিত হয়ে স্থির করেছিলেন একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তাদের এই পেছনে ছিলনা কোনো রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক বা ধনীক শ্রেণির বদ্যনতা। সহায় সম্বল বলতে ছিল শুধু নিরলস কর্ম প্রচেষ্টা। সফল শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির কাছে এই সংকল্প একটি আদর্শ। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাহিনী আমি আমার স্বর্গীয় পিতার (শ্রীযুক্ত কামাখ্যা প্রসাদ চৌধুরী, যিনি এই স্কুলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন) কাছ থেকে শুনেছি এবং বোধহয় হওয়ার পর নিজেও দেখেছি। সেই সময় বিদ্যালয় ছিল হাতে গোনা, সেইজন্য কিছু উদ্যোগী ব্যক্তি একত্রিত হয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়েছিলেন। যাই হোক সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রথমে একজনের বাড়িতে তারপর রেলওয়ে ইনিস্টিটিউটে প্রথম বিদ্যালয় শুরু হয়। ইনিস্টিটিউট থেকে পরে বর্তমান বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে ধীরে ধীরে তৈরি হল বাঁশের কাঁচা স্কুল ঘর। তারপর কর্তৃপক্ষের সহায়তায় এবং আরও অন্যান্য সাহায্যে বর্তমান রূপে পরিণত হয়েছে।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও কিন্তু বিদ্যালয়ের সামগ্রিক সফলতার পেছনে থাকে শিক্ষক ও ছাত্রের সহযোগিতা ও সহধর্মিতা। প্রথমাবস্থায় শিক্ষকেরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পেলেও কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। স্বল্প পারিশ্রমিকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে ছাত্রদের যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন। "মানুষ গড়ার কারিগর" দের এই দান কোনোদিনই ভোলা যাবে না। তারপর সকল শ্রেণির মানুষের

স্বতঃস্ফূর্ত শুভকামনা নিয়ে ১৯৬৭ সালে এই বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। এই বিদ্যালয়ে আমার সকল ভাই বোনরা পাঠ্যজীবন শুরু করেছে। আমিও (শেলী দত্ত) এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরিক্ষার্থিনী ।এবং এখন মধ্য ইংরাজির প্রধান শিক্ষয়িত্রী। ভাবতেও অবাক লাগে।

এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রয়াত আর. কে. মিত্র। তিনি ছাড়া সাধন সিনহা, প্রদ্যোৎ দেব, স্মৃতি দেব ইত্যাদি আরও অনেকে। ১৯৬২ সালে এই বিদ্যালয় সরকারি অনুদান পায় এবং Govt Aided বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। আজ বিদ্যালয় প্রাদেশীকরণ হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাদের বাড়িতে আসতেন গল্প করতেন। আজ পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তির দিনে বার বার মনে পড়ছে সেই দিনগুলির কথা যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ ছিল। সেই স্মৃতি বড়ই মধুর। বিদ্যালয়ের জন্য যারা সারা জীবন পরিশ্রম করে গিয়েছেন। তাদের অনেকেই আজ ইহজগতে নেই। কিন্তু বিদ্যালয় রূপ যে তীর্থক্ষেত্র স্থাপন করে গিয়েছেন তার জ্ঞান-সাগরে অবগাহন করে বহু ছাত্র-ছাত্রী তাদের অভীষ্ট লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে এবং বিদ্যালয়ের সাথে প্রতিষ্ঠাতাদের নাম যশ-কীর্তিও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

"সাহিত্য রসের মধ্য দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন,
সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে,
তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত
কুসংস্কারের মূলে আঘাত ।"

– শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়